ঝিনাইদহে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে রানা মণ্ডল (৩৫) নামের এক যুবকের গলায় ফাঁস দেওয়া মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

রবিবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ২ টার দিকে উপজেলার সড়াতলা গ্রামের নিজ ঘরের আড়া থেকে গলায় গামছা পেঁচানো অবস্থায় পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে।

রানা মন্ডল ওই গ্রামের মঈনুদ্দিন মন্ডলের ছেলে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ রানার স্ত্রী শম্পা খাতুনকে আটক করেছে।

প্রতিবেশীরা জানান, স্ত্রীর সাথে বেশ কিছুদিন ধরে বনিবনা হচ্ছিল না রানার। প্রতিনিয়ত তাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হতো।

এ ব্যাপারে হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি এম এ রউফ খান কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার স্ত্রীকে আটক করা হয়েছে।’

ঝিনাইদহে ঘোড়া জবাই করে মাংস চুরি

ঝিনাইদহ সদরের হাটগোপালপুরে রাতের আঁধারে ঘোড়া জবাই করে চামড়া ফেলে রেখে মাংস নিয়ে গেছে কে বা কারা।

রবিবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সকালে স্থানীয়দের নজরে আসে বিষয়টি। এ নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, পাঁচ থেকে ছয় মাস আগে হাটগোপালপুর বাজারে একটি ঘোড়া আসে। সেই থেকে ওই ঘোড়াটি বাজারের আশপাশে ঘুরে বেড়াতো। পাশের

স্কুল মাঠে অধিকাংশ সময় থাকতো। গতকাল শনিবার রাতের আঁধারে ওই ঘোড়াটিকে জবাই করে মাংস নিয়ে গেছে কে বা কারা। সে সময় চামড়া, মাথা ও ভুঁড়ি স্কুলমাঠে ফেলে রেখে যায়।

স্থানীয়রা ধারণা করছেন, ঘোড়াটি জবাই করে মাংস নিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে কেউ নিয়ে যেতে পারে। ওই বাজারের ব্যবসায়ী রইচ উদ্দিন বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে আমাদের বাজারে ঘোড়াটি ঘোরাঘুরি করতো। ঘোড়াটির কোনো মালিক ছিল না। আমরা স্থানীয় মাঝেমধ্যে তাকে খাবার খেতে দিতাম।
আজ সকালে বাজারে এসে ঘোড়াটি কোথাও দেখতে পাইনি। পরে স্কুলমাঠে ঘোড়ার মাথা, চামড়া ও ভুঁড়ি পড়ে থাকতে দেখি। রাতের অন্ধকারে ঘোড়াটি কেউ জবাই করে মাংস নিয়ে গেছে।’ রবিউল ইসলাম নামের আরেক ব্যবসায়ী বলেন, ‘ওই ঘোড়ার মাংস অন্য মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে আমাদের এখানে বিক্রি করা হবে না, এর কোনো নিশ্চয়তাও দেখছি না।’

সদর উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা মো. রেজাউল করিম বলেন, ‘ঘোড়ার মাংস মানুষের খাওয়ার উপযোগী না। ঘোড়ার মাংসে মাত্রাতিরিক্ত অ্যাসিড থাকে। ফলে ঘোড়ার মাংস খেলে স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।’

এ ব্যাপারে সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে বিস্তারিত বলতে পারবো।’

কোটচাঁদপুরে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

কোটচাঁদপুর পৌর মহিলা কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকালে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কলেজের প্রধান অতিথি ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) শরিফুজ্জামান তুুহিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রতিষ্ঠাতা এডহক কমিটির সদস্য কামরুন্নাহার, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সাবেক মেয়র এস.কে.এম সালাহ উদ্দীন বুলবুল সিডল,এডহক কমিটি বিদ্যোৎসাহী সদস্য রবিউল ইসলাম।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন অত্র কলেজের প্রভাষক সাইফুল ইসলাম মিন্টু, জাহাঙ্গীর হোসেন,নজরুল ইসলাম মিন্টু, সাইদুর রহমান, শহিদুল ইসলাম, মমতাজুর রহমান, সাংবাদিক মঈন উদ্দিন খান, জামাল সরদার ।

উদ্বোধনের আগে অনুষ্ঠিত হয় দলীয় নিত্য ও আলোচনা সভা। এরপর অতিথিবৃন্দ উদ্বোধন করেন বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৫। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রভাষক হাসিনা ফেরদৌস।

ঝিনাইদহে জাতীয় নাগরিক কমিটির মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহ জাতীয় নাগরিক কমিটির এক বিশেষ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সকালে জাতীয় নাগরিক কমিটি জেলা শাখার আয়োজনে শহরের নতুন হাটখোলা এলাকায় সংগঠনটির জেলা কার্যালয়ে এ সভার আয়োজন করা হয়।

এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা নাগরিক কমিটির প্রধান সংগঠক নাসির আল সাদী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা তারিক রেজা। আরও উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা নাগরিক কমিটির নেতা তারেক বাবু, আরেফিন কায়সার, আলাউদ্দিন জোয়ারদার, শাম্মী পারভিন, হাবিবুর রহমান, মুজাহিদুল ইসলাম, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব সাইদুর রহমান ও সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মনির হোসেন।

এছাড়াও কোটচাঁদপুর উপজেলার জাতীয় নাগরিক কমিটির মামুন, মোকলেসুর, হাবিবুর, মহেশপুর উপজেলার আবুল কালাম আজাদ, হরিণাকুণ্ডু উপজেলার আলমগীরসহ বিভিন্ন উপজেলার নেতৃবৃন্দ সভায় অংশ নেন।

সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ নাগরিক অধিকার ও সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে মতামত প্রদান করেন এবং জাতীয় নাগরিক কমিটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেণ।

জনবল সংকটে ঝিনাইদহ বিটিসিএল এখন মৃতঘোড়া!

জৌলুস হারানো বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) এর ঝিনাইদহ অফিসটি এখন ডেডহর্স। আগের মতো কোলাহলমুখর পরিবেশ নেই অফিসে। নিয়োগ বন্ধ দীর্ঘদিন, তাই জনবলের অভাবে কাজে গতি নেই। এদিকে লোকবলের আভাবে টেলিফোন গ্রাহকরা বাড়িতে বিল পাচ্ছেন না।

আবার কেউ পেলেও অন্যদিকে দক্ষ কারিগরের অভাবে দ্রুত গতির ইন্টারনেট জি-ফোন সেবা মুখথুবড়ে পড়েছে। এতে দিনকে দিন গ্রাহক সংখ্যা কমে নিম্ন পর্যায়ে পৌচেছে। টেলিফোন সেবা থেকে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। সবমিলিয়ে ঝিনাইদহ বিটিসিএল অফিসটি নানা সমস্যায় জর্জরিত।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, ঝিনাইদহ জেলায় একসময় কয়েক হাজার টেলিফোন লাইন ছিল। ছিল ইন্টারনেট সুবিধা। এক সময় মানুষ টেলিফোনের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল। অফিসগুলো ছিল উৎসবমুখর। বাসাবাড়িতে টেলিফোন লাইন থাকা আভিজাত্যের প্রতিক হিসেবে দেখা হতো। আর এখন সরকারী টেলিফোন দেখলে মানুষ ভর্সনা করেন। এর প্রধানতম কারণ হলো দেশে সেলুলার ফোন চালু হলে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান বিটিসিএল।

টেলিফোন লাইন কমতে কমতে এখন ঝিনাইদহ জেলায় ১২৭৪টি সংযোগে এসে

ঠেকেছে। এরমধ্যে আবার জি-ফোন ইন্টারনেট সংযোগ আছে ৬০০টি। চব্বিশ ঘন্টা সেবা না থাকায় জি-ফোনের উপরও মানুষ বিরক্তি হয়ে পড়ছে। জি-ফোনের ইন্টারনেটের সমস্যা দেখা দিলে কাউকে পাওয়া যায় না। অথচ বেসরকারী ইন্টারনেট লাইনের সেবা পাওয়া যায় সব সয়।

ঝিনাইদহ বিটিসিএল অফিস সুত্রে জানা গেছে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাত্র তিনজন কর্মকর্তা ঝিনাইদহ অফিসে কর্মরত আছেন। তাদের চাকরির বয়স শেষে হলে ওই পদও বিলুপ্ত হবে। বিটিসিএল এখন প্রতিষ্ঠানটি নিয়ন্ত্রন করছে। ঝিনাইদহ অফিসে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেডের (বিটিসিএল) কর্মকর্তা কর্মচারির সংখ্যা মাত্র ১৩জন। উপজেলা পর্যায়ে বিটিসিএলের অফিস ও সম্পদ পাহারায় মাত্র একজন, কোন কোন অফিসে দুইজন করে কর্মরত আছেন। ফলে গ্রাহকদের সেবা পৌঁচেছে শুন্যের কোঠায়।

এই অল্প সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারি দিয়ে ধীরগতিতে চলছে অফিসটি। এসএম বিল্লাহ নামে এক টেলিফোন গ্রাহক অভিযোগ করেন ৮ বছর আগে তিনি তার প্রতিষ্ঠানের টেলিফোন লাইন সারেন্ডার করেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে অফিস থেকে সারেন্ডারকৃত লাইনের কোন বিল আসেনি। ফলে তিনি ধরে নিয়েছিলেন আবেদনের প্রেক্ষিতে তার লাইন সারেন্ডার হয়েছে।

কিন্তু সম্প্রতি সারেন্ডারকৃত ওই লাইনের ৮ বছরের বিল একসঙ্গে তাকে প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া তার দুটি জি-ফোন সংযোগ থাকলেও বাড়িতে টেলিফোন বিল পৌছায় না। এ নিয়ে তিনি খুবই বিড়ম্বনায় আছেন।

উপ-শহরপাড়ার গ্রাহক মিনারা পারভিন জানান, তার বাড়িতে নিয়মিত বিল না পৌছানোর কারণে একসঙ্গে বিল দিতে তার কষ্ট হয়। ব্যাপারীপাড়ার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জি-ফোন গ্রাহক বলেন, তার বাড়িতে কোন বিলই দেওয়া হয় না।

এবিষয়ে ঝিনাইদহ বিটিসিএলের এ্যসিসটেন্ট ম্যানেজার পল্লবী ঘোষ জানান, অফিসের জনবল সংখ্যা সঠিক ভাবে আমার জানা নেই। এটা যশোর থেকে জানতে হবে। জনবল সংখ্যা পুরণ হলে বেশির ভাগ সমস্যার সমাধান হবে বলে তিনি জানান।

ঝিনাইদহে জনবল আত্তীকরণসহ নানা দাবিতে মানববন্ধন

যশোর বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যবিপ্রবি)’র ঝিনাইদহ ক্যাম্পাসের জনবল আত্তীকরণ, নতুন শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ভর্তি এবং বেতন-ভাতা ছাড়ের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

রোববার দুপুরে ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকে মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করেন সংক্ষুব্ধ শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

মানববন্ধনে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রী ও এলাকার বিভিন্ন শ্রেনিপেশার মানুষ অংশ নেন। সেসময় বক্তব্য রাখেন ডা. তারেক মুসা, ডা. রাকিবুল হাসান শাওন, শিক্ষার্থী মাহাদী মুরতাজা, সায়েদ মুহাইমিন, রমজান হোসেন, জাহিদ হাসান, আকরামুল ইসলাম, ইউসুফ আলী, প্রকল্প কর্মচারী সোহেল, তোফাজ্জেল হোসেন সোহাগ, ফিরোজ, আবু সাঈদ, কাওসার, ঝন্টু মেম্বার প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ২০২৩ সালে ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজকে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদ হিসাবে অধীভূক্ত করা হয়। পরে ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজের জনবলকে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদের অধীন আত্মীকরণের সুপারিশ করে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)।

এছাড়া ইউজিসি ও আন্তঃমন্ত্রনালয়ের বৈঠকেও আত্তীকরণের সুপারিশ করা হয়। তারপরও দীর্ঘদিন অতিবাহীত হলেও এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। যে কারণে প্রতিষ্ঠানের অর্ধশত কর্মকর্তা-কমচারীদের ৯মাসের বেতন বন্ধ রয়েছে। এতে তারা মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

এছাড়া দীর্ঘ ৩টি শিক্ষাবর্ষে নতুন কোন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি না করায় ঝিনাইদহ ক্যাম্পাসের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। মাত্র ২জন স্থায়ী শিক্ষক ছাড়া খন্ডকালীন এবং অতিথি শিক্ষক দিয়ে চলছে

অনুষদটি এতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপক ভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে শিক্ষার্থীরা জানান।

এসময় বক্তারা ভেটেরিনারি কলেজে প্রতিষ্ঠাকালীন ও প্রজেক্টে নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মরত সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে যবিপ্রবি’র ভেটেরিনারি মেডিসিন ও সার্জারি অনুষদে আত্মীকরণ করে বেতন ছাড়ের দাবি জানান।

ঝিনাইদহে গতিহীন হয়ে পড়েছে গ্রাম আদালত

দুই ভাইয়ের মধ্যে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে আদালতে করা মামলা পাঠিয়ে দেওয়া হয় ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতে। সেখানে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে মামলাটির নিষ্পত্তি ঘটে। এতো সহজে মামলার নিষ্পত্তি হবে ভাবতেও পারেনি ওই মামলার বাদী।

গ্রাম আদালতের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার কথা বলছিলেন ঝিনাইদহের সদর উপজেলার মধুপুর গ্রামের লোকমান মণ্ডল। গ্রাম আদালত সক্রিয় থাকলে অনেক মামলা লোকমান মণ্ডলের মামলার মতো নিষ্পত্তি হতো।

তবে জেলার ৬৭টি ইউনিয়নে দৈনন্দিন কার্যাবলীর ন্যায় গ্রাম আদালত পরিচালনা করার কথা থাকলেও তা যথাযথ ভাবে করা হয় না। মূলত মানুষের অসেচতনতা, এজলাস না থাকা, জনপ্রতিনিধিদের অনিহাসহ নানা কারণে গ্রাম আদালতের সুফল সেভাবে পাচ্ছেনা গ্রামের সাধারণ মানুষ।

প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ গ্রাম আদালত থেকে কাক্সিক্ষত সেবা পাচ্ছে না তা গত এক বছরে জেলার ৬৭টি ইউনিয়নের চিত্রই বলে দেয়। জানা গেছে, ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৭টি ইউনিয়নে মাত্র ৯২৬ টি মামলা গ্রহণ করে গ্রাম আদালত। এর মধ্যে ৮০৩টি মামলার সমাধান করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মামলা গ্রহণ করে মহেশপুর উপজেলার শ্যামকুড় ইউনিয়ন পরিষদ। এ ইউনিয়নে গ্রাম আদালতে গেল বছর সর্বোচ্চ ৪৮টি মামলা গ্রহণ করে। এর মধ্যে ৪৬টি সমাধান হয়, ২টি মামলা এখনো চলমান রয়েছে।

গত বছর জেলার ৬টি থানায় মোট ২হাজার ২৮৯টি মামলা হয়। নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে সচেতনতা বাড়ানো আর জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে আসার ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগ মাঠ পর্যায়ে সেভাবে কার্যকর হচ্ছে না গ্রাম আদালতে। জেলার অন্তত ২৩টি ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত পরিচালনার জন্য এজলাস নেই। এজলাস না থাকার কারণে এইসব ইউনিয়ন পরিষদে আদালত কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

ফলে গ্রাম আদালতের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ওই এলাকার জনগণ। আদালত থেকে পাঠানো মামলা গ্রাম আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তির নজির খুব বেশি না হলেও অনেক মামলা এখন গ্রাম আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হচ্ছে।

জানা যায়, গ্রামের সকল জনগনকে কম সময়ে নামমাত্র খরচে বিচারিক সেবা প্রদান করার লক্ষে গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ জারি হয় ১৯৭৬ সালে। তা আইনে রুপ নেই ২০০৬ সালে। এরপর থেকে ইউএনডিপি এবং ইউরোপিয় ইউনিয়নের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় প্রকল্প আকারে তা মাঠ পর্যায়ে কার্যকর হয়। সর্বশেষ সংশোধনী ২০২৪ অনুযায়ী গ্রাম আদালতের আর্থিক ক্ষমতা ৭৫ হাজার টাকা থেকে পরিবর্তন করে ৩ লাখ টাকা করাসহ তফসিলের দ্বিতীয় অংশে দেওয়ানী বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে।

এদিকে গেল বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর জেলার অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বাররা আত্মগোপনে চলে যায়। ওই সকল ইউনিয়নে প্রশাসক নিয়োগ দেয় স্থানীয় সরকার বিভাগ। তারপর থেকে ওই সকল ইউনিয়নে গ্রাম আদালতে মামলার সংখ্যা কমতে শুরু করে। তখন থেকে আরো বেশি গতিহীন হয়ে পড়ে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম।
সুশাসনের জন্য নাগিরক (সুজন) এর জেলা কমিটির সভাপতি ও মানবাধিকারকর্মী আমিনুর রহমান বলেন,‘আস্থাহীনতার কারণে অনেকে গ্রাম আদালতে যেতে চাই না। এছাড়াও নানা ধরণের জটিলতার কারণে মানুষ থানা পুলিশের দ্বারস্থ হচ্ছে বেশি।’

ঝিনাইদহের অতিরিক্তি পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া বলেন, ‘পুলিশের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা থাকায় তাঁরা থানায় মামলা করেন বেশি। তারপরেও আমাদের পক্ষ থেকে অনেক বাদীকে মামলার জন্য গ্রাম আদালতে পাঠানো হয়।’

এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার বিভাগ ঝিনাইদহের উপ-পরিচালক

রথীন্দ্রনাথ রায় কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘গ্রাম আদালতকে শক্তিশালী করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও প্রশাসকদের নানা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যে ইউনিয়নে গ্রাম আদালতের জন্য এজলাস নেই সেখানে আমরা এজলাস তৈরি করে দেবো। বিভিন্ন ধরণের প্রচারণার মাধ্যমে গ্রাম আদালতের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করা হচ্ছে।’

ঝিনাইদহে বাড়ছে ঝুকিঁপূর্ণ তামাক চাষ

ঝিনাইদহে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে স্বাস্থ্যঝুকি পূর্ণ তামাক চাষ। তামাক চাষিদের সাথে প্রতিযোগিতায় গিয়ে প্রর্যাপ্ত সার পাচ্ছেন না পেঁয়াজ চাষিরা। জেলার শৈলকুপা ও হরিণাকুণ্ডুতে পেঁয়াজ ও অন্যান্য চাষিরা সার সংকটের অভিযোগ করেছেন।

অন্যান্য ফসলের তুলনায় বেশি লাভজনক হওয়াই প্রতিবছর সর্বনাশা তামাক চাষে আগ্রহী হচ্ছে এই অঞ্চলের চাষিরা। তামাকজাত পণ্যে বেশি ভ্যাট আরোপ ও বিজ্ঞাপনে নিষেধাজ্ঞা দিলেও তামাক চাষে কৃষকদের নিরুৎসাহীত করা যাচ্ছে না। ফলে কমে যাচ্ছে খাদ্যজাত, ডাল ও মসলা জাতীয় ফসলের উৎপাদন। বিগত ৪ বছরে জেলায় তামাক চাষ বেড়েছে প্রায় দ্বিগুন।

জেলার শহরতলীতে ব্রিটিশ অ্যামেরিকান টোব্যাকোর তামাক ক্রয় কেন্দ্র থাকায় হাতের কাছে একটি নিশ্চিত বাজার তৈরি হয়েছে। সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োগ ও মনিটরিং নেই বলেই বেশি লাভের আশায় কৃষক তামাক চাষে ঝুকছে এমন অভিযোগ সচেতন মহলের। তামাকের বেশি ফলন পেতে অতিরিক্ত সারের ব্যবহারে জেলার বিভিন্ন জায়গায় সারের সংকট দেখা দিয়েছে। জেলার ৬টি উপজেলায় কম-বেশি তামাক চাষ হলেও হরিণাকুণ্ডু উপজেলা, শৈলকুপা, সদর ও মহেশপুরে বেশি হয়।

ঝিনাইদহ কৃষি বিভাগ বলছে, ব্রিটিশ-অ্যামেরিকান টোব্যাকো, জাপান টোব্যাকো ইন্টারন্যাশনালসহ অন্যান্য তামাক বাজারজাতকারী কোম্পানিগুলো চাষিদের তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করছে। তারা তামাকের চারা রোপণ থেকে শুরু করে সার-কীটনাশক কেনার জন্য কৃষকদের অগ্রিম

টাকা প্রদান করে ও উৎপাদিত তামাক কেনার নিশ্চয়তা দেয়। এই কারণে খাদ্যজাতীয় ফসল বাদ দিয়ে এই অঞ্চলের কৃষকরা তামাক চাষের দিকে ঝুকছে। ঝিনাইদহ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংগৃহীত তথ্যমতে, জেলায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৬০ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়। পরের বছর ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৫১ হেক্টর জমিতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৯৩ হেক্টর ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২২৪ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে জেলার মহেশপুর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি ৮৪ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত হরিণাকুণ্ডু উপজেলাতে ১২৪ হেক্টর, ১০২ ও এবছর সর্বচ্চো ১৫৫ হেক্টর জমিতে তামাকের চাষ করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শরীফ মোহাম্মদ তিতুমীর বলেন, উপজেলায় সবচেয়ে বেশি চাঁদপুর ইউনিয়নে তামাক চাষ করা হয়েছে। তামাক চাষিরা তামাক বাজারজাতকারী কোম্পানির নিকট থেকে অগ্রিম আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে। একারণে চাষিরা তামাক চাষে ঝুকছে। তামাক চাষিদের চাহিদার কারণে অন্যান্য চাষিরা চাহিদা অনুযায়ী সার পাচ্ছে না। ফলে অন্যান্য ফসলের আবাদ ব্যহত হচ্ছে।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার উদয়পুরের তামাক চাষি বিপ্লব বলেন, আলু-পেয়াজ চাষ করলে বাজারে কতদামে বিক্রি হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু তামাক চাষ করলে দেশে যুদ্ধ বাধুক বা দুর্ভীক্ষ হোক বিঘা প্রতি ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা লাভ দেয় কোম্পানি। একারণে তামাক চাষ করা। তিনি বলেন, গতবছর আমার ১০ বিঘা জমিতে তামাকের চাষ ছিল, এবছরও ১০ বিঘা করেছি।
খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, এক বিঘা জমিতে ৫০০-৬০০ কেজি তামাক উৎপাদন হয়। গতবছর কোম্পানি ২২৬ টাকা দরে প্রতিকেজি তামাক কেনে কৃষকের কাছ থেকে। উৎপাদিত তামাকের বিক্রি নিয়ে কোন ঝামেলা পোহাতে হয় না। তামাকের বাজার স্থীর। কোম্পানিই কৃষকের কাছ থেকে সব তামাক কিনে নেয়। তামাক চাষে নিশ্চিৎ লাভ দেখে কৃষকরা অন্যান্য ফসল বাদ দিয়ে তামাক চাষে আগ্রহী হচ্ছে।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলার বড়-ভাদড়া গ্রামের কৃষক লিটন মোল্লা বলেন, এবছর এক বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেছিলাম কিন্তু পরিপক্ক করে ক্ষেত থেকে তুলে বাজারে নিয়ে গিয়ে যে দামে বিক্রি করেছি তাতে বীজের দামই ওঠেনি। পানের বরজ আছে। বাকি টাকায় সার-কিনতে গেলে সারের ডিলাররা আমাদেরকে দিচ্ছে না। তামাক চাষিরা নগদ টাকায় সার কিনে ক্ষেতে দিচ্ছে। তামাকের ক্ষেতে সার লাগে বেশি। যেকারণে আমাদের ইউনিয়নে ঢ্যাপ সারের সংকট দেখা দিয়েছে।

সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে কাজ করা এনজিও পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ হাবিবুর রহমান বলেন, তামাক চাষিদের বাজারের একটা নিশ্চয়তা রয়েছে যা অন্যান্য ফসল চাষিদের বেলায় নেই। তামাক চাষিদের কোম্পানি থেকে অগ্রিম অর্থ প্রদান করা হয় কিন্তু অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়া খুব কষ্টের বিষয়। অন্যান্য ফসলের বাজারের অনিশ্চয়তা থেকেই মানুষ তামাক চাষে আগ্রহী হচ্ছে। তাছাড়া সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সঠিক প্রয়োগ ও মনিটরিং করেনা। কৃষি বিভাগও চাষের সঠিক পরিমাণ প্রকাশ না করে গোপন রাখে। তামাক যে একটি ক্ষতিকারক আবাদ এটা কৃষকরা জানেই না। যেকারণে তারাও নির্দিধায় চাষ করে যাচ্ছে। সরকার তৎপর হলেই ক্যাবল তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ও জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্য কৃষিবিদ ষষ্টি চন্দ্র রায় বলেন, আমরা তামাক চাষিদের বিকল্প ফসল চাষে উৎসাহিত করছি। তামাক কোম্পানিগুলো চাষিদের অগ্রিম অর্থ দেয় বলে জেনেছি। সরকার তামাক চাষ নিষিদ্ধ করেনি। কিন্তু আমরা নিয়মিত বিকল্প চাষে কৃষকদের পরামর্শ দিচ্ছি। আশা করা যায় আগামীতে তামাক চাষ এই জেলায় কম হবে।

অপারেশন ডেভিল হান্ট, ঝিনাইদহে দুদিনে গ্রেপ্তার ৯

ঝিনাইদহে অপারেশন ডেভিল হান্টে গত দু’দিনে ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার (১২ ফেব্রুয়ারি) ভোররাতে জেলার মহেশপুরে অভিযান চালিয়ে সালমান শাহ, তোয়ায়েল ও রওশন এবং হরিণকুন্ডু থেকে ইসমাইল হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়।

এছাড়া গতকাল মঙ্গলবার (১১ ফেব্রুয়ারি) ভোরে জেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫জনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃত ৫ জন প্রত্যেকেই তৃণমূল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী বলে জানান পুলিশ।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামের শেখ কামাল হোসেন, কালীগঞ্জ উপজেলার খড়িডাঙ্গা গ্রামের আতাউর রহমান,

কৃষ্ণপুর গ্রামের আরিফুল ইসলাম, মহেশপুর উপজেলার সেবানন্দপুর গ্রামের রওশন আলী এবং কেশবপুর গ্রামের তোফাজ্জেল হোসেন। ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকায়িা জানান, অপারেশন ডেভিল হান্টে গ্রেপ্তারকৃতরা সবাই স্থানীয় ছাত্র লীগ ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী।

তাদের বিরুদ্ধে নাশকতাসহ বিভিন্ন ধরণের মামলা রয়েছে বলে জানান তিনি। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাদেরকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে বলেও জানান।

এদিকে ঝিনাইদহের বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা যায় সরকার ঘোষিত অপারেশন ডেবিল হান্টের কারণে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও তাদের পরিবারের মাঝে আতংক বিরাজ করছে। শহর কিংবা গ্রাম সব জায়গায় এখন গ্রেপ্তার আতঙ্ক। পদ পদবিধারী নেতাকর্মীরা ইতিমধ্যে সবাই ঘরবাড়ি ছেড়ে গাঢাকা দিয়েছে।

ঝিনাইদহে ফ্রি ফিজিওথেরাপি ক্যাম্প ও উপকরণ বিতরণ

ঝিনাইদহে অসহায় দুস্থ রোগীদের জন্য ফ্রি ফিজিওথেরাপি ক্যাম্প ও তাদের মাঝে উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। আশার প্রতিষ্ঠাতা সফিকুল হক চৌধুরীর ৪র্থ মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে বুধবার সকালে শহরের আরাপপুরে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আশার রিজিওনাল ম্যানেজার কাজী ফজলুল হক’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুল হাই সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা রিসোর্স অফিসার এস এম আব্দুল জব্বার।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আশার ফিজিওথেরাপিষ্ট তাছনিম ইসলাম ইলা। এ আয়োজনে জেলার বিভিন্ন এলাকার ২ শতাধিক অসুস্থ ও শারীরিকভাবে অসক্ষম ব্যক্তিদের বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি সেবা দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

আয়োজকরা জানায়, ঝিনাইদহসহ আশপাশের অঞ্চলে শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন এমন মানুষদের সহায়তা করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। সুবিধাভোগীরা এমন সেবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে আরও এমন আয়োজনের আহ্বান জানান। আলোচনা সভা শেষে আশার প্রতিষ্ঠাতা সফিকুল হক চৌধুরীর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।